দিল্লির স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের নির্দেশ, কড়া আপত্তি জানাল সংখ্যালঘুরা

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : উত্তর দিল্লির পুর কর্পোরেশনের অধীন স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রার্থনার সময় গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের যে নির্দেশ শিক্ষা বিভাগ দিয়েছে, তাতে তীব্র আপত্তি জানাল সংখ্যালঘু কমিশন। এই নিয়ে তারা উত্তর দিল্লির পুর কর্পোরেশনকে কড়া নোটিস ধরিয়েছে। দিল্লির সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান জাফারুল ইসলাম খান বলেছেন, উত্তর দিল্লি পুর কর্পোরেশনের শিক্ষা দফতর অতি সম্প্রতি এই নোটিসটি ধরিয়েছে। তাই তাদের কাছে সংখ্যালঘু কমিশন জানতে চেয়েছে কেন তাদের স্কুলে সকালের প্রার্থনার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়েছে?

কমিশনের চেয়ারম্যান জানতে চেয়েছেন, উত্তর দিল্লির পুর কর্পোরেশনের অধীন শিক্ষা দফতর তাদের পরিচালিত স্কুলগুলিতে গায়ত্রী মন্ত্র জপের যে নির্দেশ দিয়েছে তা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই নির্দেশ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন সৃষ্টি করবে। কারণ ওই স্কুলগুলিতে সংখ্যালঘুদের বহু ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে, সংখ্যালঘু শিক্ষকও রয়েছেন। স্কুলের সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী ধর্মীয় কারণে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে নাও চাইতে পারেন। কাজেই এনডিএমসি কর্তৃপক্ষের উচিত, এ ধরনের নোটিসের বিরুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করা। কারণ পুরসভা পরিচালিত কোনও স্কুলে গায়ত্রী মন্ত্র জপ কখনও বাধ্যতামূলক হতে পারে না।

প্রসঙ্গত, উত্তর দিল্লি পুর কর্পোরেশন পরিচালিত প্রায় ৭৬৫টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এই স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমপক্ষে ২.২ লক্ষ। এদিকে সংখ্যালঘু কমিশনের চিঠির বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজেপি শাসিত উত্তর দিল্লি পুর কর্পোরেশনের শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান ঋতু গোয়েল দাবি করেছেন, গায়ত্রী মন্ত্রের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু প্যানেল কোনও নোটিস জারি করেছে এমন খবর তাঁর কাছে নেই। ঋতুও স্বীকার করেছেন, উত্তর দিল্লি পুর কর্পোরেশন পরিচালিত স্কুলগুলিতে গায়ত্রী মন্ত্র জপ কখনওই বাধ্যতামূলক নয়। গোয়েলের মতে, শিক্ষা দফতর যে সার্কুলার ইস্যু করেছে তাতে শুধু গায়ত্রী মন্ত্র জপের কথাই বলা হয়নি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে হিতকর বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ইস্যু করা হয়েছে। এই সার্কুলারটি দেওয়া হয়েছে ৬ ডিসেম্বর। প্রার্থনার সময় জাতীয় সংগীত বাধ্যতামূলক বলে সার্কুলারটি দেওয়া হয়। পাশাপাশি সকালের প্রার্থনার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে পারে বলেও বলা হয়। এছাড়া নির্দেশিকায় অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্র আসলে সূর্যদেবতা সাবিত্রীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা মন্ত্র। কাজেই এ নিয়ে ধর্মীয় সংস্কার থাকা উচিত নয় বলেই মনে করে প্যানেল।

পরবর্তী টার্মেও তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, দাবি ফড়নবিশের

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : ২০১৯-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরও তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন বলে স্পষ্ট জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলায় সোমবার এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি। সেই সময়ই তিনি জানান, পরবর্তী পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী থাকা নিশ্চিত বলে। এমনকি রীতিমতো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ফড়নবিশ বলেছেন, ২০১৯-এর বিধানসভা নির্বাচনেও পরের যে সময় তা শুধু বিজেপিরও। এই টার্মে তিনি লাতুরের মানুষকে তাদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টাকাপয়সার কোনও অভাব হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন। এছাড়া মারাঠাওয়াড়া শহরে এদিন তিনি একটি হেল্‌থ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। ওই অনুষ্ঠানেও ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি একই কথা বলেন। সরকার পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সম্পর্কে ফড়নবিশ জানান, রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক সরকার পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। এজন্য ১০০ কোটি টাকার তহবিল গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনটি পর্যায়ে হবে এই কাজ। আগামী দু'বছরের মধ্যেই প্রকল্পটি শেষ হবে বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ফড়নবিশ গত বছর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তাঁর মোদী মন্ত্রিসভায় যোগদানের খবর অস্বীকার করে বলেছিলেন পুরোটাই গুজব। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আরও এক বছর মেয়াদ রয়েছে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের।

আগরতলায় সোমবার পিতৃপক্ষের সমাপ্তি, দেবীপক্ষের সূচনায় পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে চলছে তর্পণ

নাজিব আহমেদ নিখোঁজ মামলা

ফাইল বন্ধ করা নিয়ে সিবিআইকে রিপোর্ট দেওয়ার অনুমতি দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : ২০১৬ সালের সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাজিব আহমেদ। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনকি সিবিআইও এই নিয়ে কোনও আলোকপাত করতে পারেনি। দিল্লি হাইকোর্ট সোমবার সিবিআই-এর নাজিব আহমেদ মামলার তদন্ত শেষ করার আবেদন খতিয়ে দেখে তাদের এ সংক্রান্ত ফাইল বন্ধের রিপোর্ট জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কোর্ট বলেছে, নাজিবের মা ফতিমা নাফিজ যদি চান, তবে তিনি এই মামলার স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানতে চেয়ে ট্রায়াল কোর্টে যেতে পারেন। সিবিআইকে ট্রায়াল কোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট তাদের রায়ে আরও বলেছে, নাজিবের মা তাঁর যাবতীয় ক্ষোভ জানাতে পারেন ট্রায়াল কোর্টেও।

দু'বছর আগে দিল্লিতে তখন অল্প অল্প শীত এসে গেছে। দিনটি ছিল ২০১৬ সালের ১৫ অক্টোবর। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে মাহি-মাণ্ডবী হস্টেল থেকে নিখোঁজ হয়ে যান আহমেদ। অবশ্য নিখোঁজ হওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্রদের ব্যাপক কথা কাটাকাটি হয়। শোনা যায়, পরে ঘুরে এসে তারা নাজিবকে মারধরও করে। সিবিআই আগেই দিল্লি হাইকোর্টকে জানিয়েছিল, তারা নাজিব আহমেদকে নিয়ে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটি দাবি করেছিলেন, সব দিক থেকেই তারা নাজিব আহমেদ নিখোঁজের ঘটনাটি বিচার করে দেখেছেন। কিন্তু নাজিবের বিরুদ্ধে কোনওরকম অপরাধ কেউ করেছে বলে জানা যায়নি। চলতি বছরের ৪ সেপ্টেম্বর সিবিআই দিল্লি হাইকোর্টকে আবেদন পেশ

করে জানায় যেহেতু নাজিব সম্পর্কে তদন্তের কোনও দিকই আর বাকি নেই, তাই এই তদন্ত এবার বন্ধ করে দিতে চায়। তবে প্রথম বিষয়টি তারা হাইকোর্টকে জানাতে চায়।

সিবিআইয়ের এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে নাজিবের মা ফতিমা নাফিজ আদালতকে জানান, এই মামলাটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মামলা। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের চাপে সিবিআই অনেক কিছুই গোপন করছে। নাজিবের মায়ের আইনজীবী কলিন গঞ্জালভেস দাবি করেন, সিবিআই এই মামলায় মোটেই খোঁজখবর তেমন করেনি। নাজিবের নিখোঁজ সম্পর্কে তাঁরা বিশদ খোঁজও নেয়নি। নাজিবের মা দিল্লি হাইকোর্টে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তাঁর ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার তদন্তের জন্য শিট গড়ারও দাবি করেন।

প্রসঙ্গত, দিল্লি পুলিশ নাজিবের সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারেনি সে নিখোঁজ হওয়ার ৭ মাস পরেও। এরপরই গত বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের ১৬ মে নাজিব নিখোঁজ রহস্য মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সিবিআইয়ের হাতে। দিল্লি পুলিশ এই তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার কোনও বিরোধিতা করেনি। কিন্তু প্রায় এক বছর ধরে তদন্তের পর সিবিআইও তা বন্ধ করে দিতে চাইছে।

সবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন

তিরুবনন্তপুরম, ৮ অক্টোবর : কেরলের সবরীমালা মন্দিরে মেয়েদের প্রবেশের উপর একশো বছরের বেশি সময় ধরে যে নিষেধাজ্ঞা চলছিল, তা কার্যত খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু অনেকেই সবরীমালা মন্দিরে ৮-৫০ বছরের মহিলাদের প্রবেশের অধিকারদানকে ভালভাবে নিতে পারেননি। ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা রিভিউ পিটিশন করলেন। ন্যাশনাল আয়াপ্পা ডিভোটি অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই পিটিশন দাখিল করে দাবি করা হয়েছে, যারা এর আগে আবেদন করেছিল তারা মোটেই আয়াপ্পান সম্প্রদায়ের অনুগামী নয়। উল্লেখ্য, গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সবরীমালা মন্দিরে মেয়েদের প্রবেশের অনুমতি দেন। সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র এই নিয়ে এক ঐতিহাসিক রায় দেন। রায়কে স্বাগত জানান দেশের বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও প্রগতিশীল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি।

বিজেপির চাপেই গুজরাত থেকে পালাচ্ছেন অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা : কংগ্রেস

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : গুজরাত থেকে অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা আতঙ্কে পালাচ্ছেন বলে রবিবারই তাদের নিরাপত্তার কথা বলেছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক অল্পেশ ঠাকুর। যদিও তাতে কাজ হয়নি। কারণ জানা গেছে, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের প্রচুর শ্রমিক-কর্মী গুজরাত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় বিহারের এক শ্রমিককে দায়ী করার পরই এই হিড়িক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও গুজরাত সরকার বা কেন্দ্রের তরফে এ নিয়ে এখনও তেমন কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি।

সোমবার মুম্বই কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় নিরুপম একেবারে খোলাখুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, এই নোংরা রাজনীতি এখনই থামানো উচিত মোদীজির। উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের শ্রমিকদের যদি গুজরাত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে এমন একদিন আসবে যেদিন প্রধানমন্ত্রীকেও বারাণসী থেকে চলে যেতে হতে পারে বলে দাবি করেছেন নিরুপম।

গুজরাত পুলিশের ডিজি ট্যুইট করে বলেছেন, উত্তর ভারতীয়রা তাদের উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ায় নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাদের মোটেই জোর করে গুজরাত ছাড়তে বাধ্য করা হয়নি। ডিজির এই মন্তব্যকে সবৈব মিথ্যা বলে সঞ্জয় বলেছেন, দিওয়ালি ও ছটের ছুটি শুরু হবে আরও একমাস পর থেকে। কাজেই এখনই উত্তর ভারতীয়রা উৎসবের জন্য নিজের নিজের শহরে ফিরে যাবেন বলে যে দাবি গুজরাত পুলিশ করছে তা একেবারেই মিথ্যা। আসলে বিজেপি তাদের জোর করে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করছে। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্য কংগ্রেসের বিধায়কদের দুর্নাম করা।

মোদীজিকে এই নোংরা রাজনীতি এখনই থামানোর কথা বলে মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সভাপতি দাবি করেছেন, গত ২৮ সেপ্টেম্বর ১৪ মাসের এক শিশুকে ধর্ষণ করা হয়। সে ঠাকুর সম্প্রদায়ের। সবরকান্থা জেলার হিম্মতনগর শহরের কাছে একটি গ্রামে এই ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত রবীন্দ্র সাহু নাকি বিহার থেকে আসা শ্রমিক। সে স্থানীয় একটি সিরামিক ফ্যাক্টরিতে কর্মরত।

পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করার পরই আতঙ্কে অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা গুজরাত ছাড়তে শুরু করেছেন। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেছে, অন্য রাজ্যের শ্রমিকদের গুজরাতে কাজ দেওয়া চলবে না। এছাড়া মিসানা, গান্ধিনগর, সবরকান্থা, পাটান ও আহমেদাবাদ জেলাতে গত এক সপ্তাহ ধরে অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। এখনও পর্যন্ত ১৭০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে গুজরাতের উপমুখ্যমন্ত্রী নীতিন প্যাটেল জানিয়েছেন, তিনি গুজরাত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জি সুভাষের দিকে ১৪ মাসের শিশুকন্যাটিকে ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত বিচার চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। একে কেন্দ্র করে তারা হিংসায় মদত দিতে চান না। তাঁরা শান্তি চান। সব ভারতীয়ই যে গুজরাতে নিরাপদ সেই দাবিও করেছেন প্যাটেল।

বিজেপির শেষের সেদিন শুরু ৫ রাজ্যে : তিওয়ারি

লুধিয়ানা, ৮ অক্টোবর : দেশের ৫ রাজ্যে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নির্বাচনে কেন্দ্রে এবং ওই রাজ্যগুলিতে বিজেপির শেষের সেদিন শুরুর সংকেত দেবে বলেও মন্তব্য করেছে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মনীশ তিওয়ারি। কংগ্রেস সব বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরাট জোট গড়ছে যে দাবি করা হচ্ছে, তাও খারিজ করে দিয়ে তিওয়ারি বলেছেন, নির্বাচনের অনেক আগেই এ নিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। কারণ পাঁচ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেই যে ওই রাজ্যগুলিতে শুধু বিজেপির শেষের সেদিন শুরু করবে তা নয়, একইসঙ্গে কেন্দ্রেও তাদের শেষের সেদিন শুরু হবে। লুধিয়ানায় দলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিওয়ারি। সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন। সাংবাদিকদের আর একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তিওয়ারি বলেন, পাঁচ রাজ্যের ফলাফলই কেন্দ্রে মোদী সরকারকে হঠাতে বড় জোট গড়তে সাহায্য করবে। রাজ্য ও কেন্দ্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই জোট গড়া হবে।

চাল-গমের তফাত বোঝেন না রাহুল : গজেন্দ্র সিং

ইন্দোর, ৮ অক্টোবর : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কৃষির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। এর উত্তর দিতে গিয়ে কেন্দ্রের কৃষি দফতরের প্রতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত দাবি করেছেন, কংগ্রেস সভাপতি চাল ও গমের তফাৎ বোঝেন না। বিজেপির সময়ে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম পাচ্ছেন। এই কারণে দেশের কৃষিক্ষেত্র আগের তুলনায় অনেক সুঠাম ও শক্তিশালী হয়েছে।

শেখাওয়াত আরও বলেছেন, তিনি নিজেই একজন কৃষক নেতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষকদেরই প্রতিনিধি। কাজেই কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থা তাঁর ভালই জানা। চাল ও গমের তফাৎ যিনি বোঝেন না, সেরকম একজন ব্যক্তির মন্তব্য নিয়ে তিনি কিছু বলতে চান না বলেও দাবি করেছেন শেখাওয়াত। কেন্দ্রের কৃষি দফতরের প্রতিমন্ত্রীর আরও দাবি, রাহুল গান্ধি জানেন না, দেশের সয়াবিন রফতানি কীভাবে বেড়েছে। এছাড়া চিন ও আমেরিকার ক্রমাগত বাণিজ্যিক যুদ্ধের মধ্যেও ওই দেশে সয়াবিন এবং অন্যান্য কৃষিপণ্য রফতানি করা হচ্ছে ভারত থেকে। এই দুই দেশের বাণিজ্যিক লড়াইয়ে যে ভারতের সুবিধা হচ্ছে, সেকথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, এর আগে ইউপিএ জমানায় কংগ্রেস সরকার কৃষকদের নানাভাবে ঠকিয়েছে। একইসঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরও ঠকানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর এই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২ অক্টোবর দিল্লিতে কৃষকদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রী বলেছেন, তাদের আইনসঙ্গত সব দাবিই পূরণ করবে বিজেপি সরকার। অযথা কংগ্রেসের নেতারা ও কৃষকদের উষ্মা বাড়াচ্ছেন।

[redacted]

NOTICE INVITING TENDER

গির অরণ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ৮ অক্টোবর : গুজরাতের গির অরণ্য সিংহের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীবিখ্যাত। সেই গিরেই হঠাৎ করে একাধিক সিংহ, বিশেষ করে সিংহি ও তার শাবকদের মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে তদন্তের কথাও ভাবা হয়েছিল। যদিও গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি দাবি করেছেন, গির অরণ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই অরণ্যে সিংহরা পুরোপুরি নিরাপদ। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সিংহদের সংরক্ষণ নিয়েও তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই সিংহদের অবস্থা নতুন করে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই।

কেন গির অরণ্যে সিংহদের মৃত্যু হচ্ছে, তা নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত অবশ্য করেছে গুজরাত সরকার। রাজ্যের বন দফতর সিংহদের টিকাকরণও শুরু করেছে। ঠিক তার একদিন পরেই গিরের সিংহদের সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য শোনা গেল। প্রসঙ্গত, এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গির অভয়ারণ্যে কমবেশি ২৩টি সিংহের মৃত্যু হয়। প্রথমে চোরাচালানকারীদের কথা মনে করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তদন্তে নেমে বন দফতর দেখে অধিকাংশ সিংহের মৃত্যু হয়েছে ক্যানাইন ডিসটেম্বার ভাইরাস (সিডিভি) এবং প্রোটোজোয়া ইনফেকশনে।

তারপরই বন দফতর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজির সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারাই ভাইরাসের হদিশ পায়। এই ভাইরাসই যে গির অভয়ারণ্যে ২৩টি সিংহের মৃত্যুর কারণ তাও জানা যায়। আইসিএমআর দাবি করে, এই সিডিভি ভাইরাসই পূর্ব আফ্রিকার মোট সিংহের ৩০ শতাংশের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এরপরই গুজরাতের বন দফতর তাদের টীকাকরণের সিদ্ধান্ত নেয়।

এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশিষ্ট সিংহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও গুজরাত সরকার গির অরণ্যের সিংহদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করে। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি দাবি করেছেন, রাজ্য সরকার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা আসার পরই সিংহদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া মারাত্মক ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণে আসে। কারণ এই ভাইরাসের ফলেই তাদের ব্লাড রিপোর্ট নেগেটিভ আসছিল। ধীরে ধীরে তা পজিটিভ হতে শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, গির অরণ্যে সিংহদের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছে। তবে সব সিংহের টিকাকরণ এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ন্ত্রণে থাকা সিংহদেরই এখন আপাতত টিকাকরণ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গান্ধিনগরের এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তা। প্রসঙ্গত, গির অরণ্যে একের পর এক সিংহের মৃত্যুর ঘটনায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাতে বন দফতর প্রথমে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। পরে কারণটি খুঁজে পেয়ে সঠিক উপায়ে চিকিৎসা শুরু হবে জেনে কিছুটা আশ্বস্ত হন তারা। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সিংহদের গির অরণ্য থেকে যশোধর এবং জামওয়ালা রেসকিউ সেন্টারে প্রথমে পাঠানো হয়েছিল। পরে অবশ্য তাদের ধীরে ধীরে অরণ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, এই সিডিভি ভাইরাস প্রধানত কুকুর, শেয়াল এবং নেকড়েদেরই আক্রমণ করে।

[redacted]

NOTICE INVITING RE -TENDER

No. 1-1/EE/PRI/TENDER/MB/2018-19/841 Mayabunder, dated 08th Oct, 2018

The Executive Engineer(PRI), N&M Andaman Division-I, Mayabunder on behalf of the Pradhan, Gram Panchayat, Bakultala invites sealed items rate tender (in form CPWD "8") from the approved and eligible experienced contractors of appropriate class of APWD/ CPWD for the under mentioned work:

1. *NIT No.27/EE/PRI/TENDER/MB/2018-2019*
C/o RCC Foot Bridge from Nallah of Dhiren Mondal at ward no. 07 under GP, Bakultala.
Estimate cost Rs.16,40,690/- EMD Rs.32,814/- & Time of completion 06(Six) Months. The tender forms and other details can be obtained from the O/o EE on payment of Rs.500/-. The last date of receipt of application to purchase tender form will be 23/10/2018 upto 4.00 PM. Other details/information can be seen on Website www.and.nic.in

Unique no. 53095

Executive Engineer(PRI)
N&M Andaman Division-I
Mayabunder

3352/18